

শিক্ষাকে ব্যাকীকরণের মধ্য দিয়ে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ করেছে গোলটেবিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের স্বাধীনতা কোন নীতিনির্ধারণী কাছে হস্তক্ষেপ কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দেয়নি। কিন্তু জনমতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির ক্ষমতা বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা লংঘন করেছে অনিবার্যতাই এই সরকার। কেবল তাই নয়, জনগণের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারকেও সরকার পুরোপুরি ক্ষুণ্ণ করে শিক্ষাকে এনজিওর ন্যায্যধারী একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার হাতে তুলে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে শিক্ষার মানোন্নয়নের

পৃষ্ঠা ৪৩



ইনকিলাব : চার প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনসমূহের উদ্যোগে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের, ব্র্যাকের নয়- শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন (বাম থেকে) প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনসমূহের নেতারা।

শিক্ষাকে ব্যাকীকরণের মধ্য দিয়ে

১১-৭ পৃষ্ঠার পর
নামে দেশের স্বাধীনতার বিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ করেছে সরকার। অধিকার শিক্ষার হাতে তুলে দেয়ার অতঃপর বর্তমান সরকার না হলে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক অপরাধের জন্য সরকারকে চরম মাপ দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাকীকরণ হাতে তুলে দেয়ার ক্ষরতের সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের অংশ হিসাবে গত ৭ (সাত) দিনের জাতীয় হ্রস্ব ক্লাবে সরকারী বেসরকারী সব প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের নেতারা উদ্যোগে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে সরকারের অভিযোগ এনেছেন দেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণ। কেবল তাই নয়, দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানবিদগণ, বিশিষ্ট এই নাগরিকরা প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করে বলেছেন, দেশবাসীকে ঠিকারছাড়া সরকারের এই দুর্ভিত্তিক মূলক কর্মকাণ্ডকে এমনভাবে প্রতিহত করতে হবে যেন ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অপরাধ করার সুযোগ না দেখায়। অন্যদিকে 'মানসম্মত' প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের, ব্র্যাকের নয়- শীর্ষক এই বৈঠকে সব শিক্ষক সংগঠন সরকারকে আশির্কিত করে নিয়ে যেমতো সিদ্ধান্ত, অগাধী ৩০ তালিকাভুক্ত সরকার তার সিদ্ধান্ত বাতিল না করে দ্রুত রাষ্ট্রীয় সরকারসহ সব ধরনের নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে সহায়তা দেয়ার দেশের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ।

হ্রস্বক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপদেষ্টা ডাঃ কাদের আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু সরকারের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাণিজ্য অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল বারাকাত, বাংলাদেশের ওয়ার্ডার পা সহকারী প্রাশেন খান জেন, মহাপ্রতিজ্ঞা বাংলাদেশ এনজিও সেন্টার সম্পাদক আব্দুল কাদের আলম, বোর্টারিয়ান মুলতান মাহমুদ রহমান সরকারী কর্মচারী প্রমিত চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে উদ্ভিদ সেলিম, সংস্কৃত প্রমিত চেয়ারম্যানের সভাপতি হাকিমুর রহমান প্রমুখ। মূল : উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমান শিক্ষক নেতা বি এন ডি উল্লাহ। সভাপতির ভূমিকায় ছিলেন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ পা হক।

মূল বক্তব্যে বি এন আসাদ উল্লাহ বলেন, আনুগত্যের কথা, স্বাধীনতা ও আইন অনুগামী প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে প্রয়োজনে লাগাতার কর্মসূচী দিয়ে এই অপরাধ প্রতিহত করা হবে। তিনি সরকারের বিবৃতিতে 'আমি বলিনি', 'বৈঠক নেই' 'ছাড়া' 'সহ' মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার হাতে তুলে দেয়ার বিরুদ্ধে সরকার তার হ্রস্বক্লাবে কেবল ঐক্য গড়ার করে প্রকৃত কথা জাতির কাছে কহছে।

অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল বারাকাত সরকারের স্বাধীনতা লংঘন ও রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা নিতিনির্ধারণী কাছে হস্তক্ষেপ কিংবা সিদ্ধান্ত অধিকার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কিন্তু জনমতকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির ক্ষমতা বেসরকারী (এনজিও) ব্র্যাকের হাতে ন্যস্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা লংঘন করেছে এই সরকার। কেবল তাই নয়, জনগণের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারকেও সরকার পুরোপুরি ক্ষুণ্ণ করে। এনজিও হাতে তুলে দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে স্বাধীনতার বিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ করেছে সরকার। প্রাশেন খান জেন প্রকাশ করে বলেন, বিশ্বব্যাংক ও আইন প্রেসক্রিপশনে সরকার শিক্ষাকে ব্র্যাকের হাতে দেয়ার সার্বিক শিক্ষাকে ধারণ করা যায় নেমেছে। সরকার তুলে দেয়া এ ধরনের কোন অভিযোগ এই সরকারকে সরকারকে দেশের স্বাধীনতা দেয়নি।

অধ্যাপক আব্দুল কাদের আলম বলেন, শিক্ষার ব্যাকীকরণ হাতে তুলে দেয়ার অতঃপর বর্তমান সরকার না হলে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক অপরাধ করে চরম মাপ দিতে হবে।